কোটচাঁদপুরে একই পরিবারে ৫জন করোনা পজিটিভ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একই পরিবারে ৫ জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন। গতকাল রবিবার সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

তিনি জানান, উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের একই পরিবারের ১জন পুরুষ ও ৪ জন মেয়েসহ ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর আগে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল।

গতকাল রবিবার সকালে ওই ৫জনের শরীরে করোনা পজেটিভের রিপোর্ট পায়।

ডা. রশিদ জানান, গত ৩১মে ওই পরিবারের একজন সদস্য করোনায় আক্রন্ত হন। যিনি সম্প্রতি ঢাকা থেকে এসেছিলেন।

বর্তমানে আক্রান্ত রোগীরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন আছেন। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় করোনা আক্রান্ত ওই বাড়ি লক-ডাউন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ ভূয়া ডেন্টাল ডাক্তারসহ ছেলে আটক, দোকান সিলগালা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজারে রবিবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর অভিযানে দুই ভুয়া ডেন্টাল ডাক্তারকে আটকের পর দোকান সিলগালা করে দেয়া হয়।

জানা গেছে, সম্প্রতি ভয়াবহ করোনা ভাইরাসে মানুষ যখন এক গন্ডির মধ্যে ঠিক তখনই ডাকবাংলা মিনি শহর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বাবা-ছেলে ভুয়া ডেন্টাল ডাক্তার লোকজনকে ডাক্তার পরিচয় দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

ডাবলু বলেন, আমি ৮ম শ্রেণী পাস, আমার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা, আমার আরও একটা চেম্বার আছে হরিনাকুন্ডতে।

এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ হেদায়েতুল্লাহ ডাকবাংলা মিনি শহর এর “ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার” এর মালিক ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাধুহাটি ইউনিয়নের রাঙ্গের পোতা গ্রামের মাহতাব উদ্দিন এর ছেলে ভূয়া ডেন্টাল ডাক্তার ডাবলু রহমানকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ মেডিকেল এর ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০ এর ২২ ধারায় ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ডাবলুর ছেলে রাব্বুল ছাত্র হওয়ায় ১৮৬০ এর ১৮৭ ধারায় ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিতসহ “ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার” মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সিল গালা করে দেন। ডাকবাংলা ক্যাম্প ইনচার্জ মোকলেছুর রহমানের সহযোগিতায় এই সিলগালা করেন।

এবিষয়ে ঝিনাইদহের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হেদায়েতুল্লাহ সাংবাদিকদের জানান, ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার এর মালিক ডাবলু তিনি ডাক্তার হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন যেটা বাংলাদেশ মেডিকেল ডেন্টাল কাউন্সিলে দন্ডনীয় অপরাধ এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের সাথে খারাপ আচরণ ও আক্রমনাত্তক আচরণ করাই ডাবলু রহমানকে মেডিকেল এর ডেন্টাল কাউন্সিল আইনে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারান্ড ও ডাবলুর ছেলে রাব্বুল ছাত্র হওয়ায় ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দন্ডিতসহ “ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার” মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সিল গালা করা হয়।

দামুড়হুদায় অস্ত্র ও গুলি সহ ২

জন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন বুইচিতলা গ্রামে র্যাবের অভিযানে ভারতীয় অস্ত্র ও গুলি সহ ২ জনকে আটক হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোর ০৪:৫০ ঘটিকার দিকে গায়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-৬, সিপিসি-২ এর একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন বুইচিতলা এলাকায় অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় চলছে।

এমন খবর পেয়ে অভিযান পরিচালনা করে ১ টি ভারতীয় তৈরি ওয়ান শুটারগান, ২ রাউন্ড গুলি, ১ টি মোবাইল সেট এবং ২ টি সীম কার্ড সহ ২জন অস্ত্র ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম (২৭), পিতা- সদর উদ্দিন ও তরিকুল মন্ডল (৩৫), পিতা- মৃত আবদার আলী কে আটক করা হয়। আটককৃত অস্ত্র ব্যবসায়ী সাইফুল ও তরিকুল চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামের সদর উদ্দিন ও আব্দার আলীর ছেলে।

র্যাব-৬ জানান, বাংলাদেশকে অপরাধমুক্ত করার লক্ষ্যে জঙ্গী, সন্ত্রাস, খুন, ডাকাতী, ছিনতাই, অপহরণ ও মাদকের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছি। গতকালই অস্ত্র ও গুলি সহ অস্ত্র ব্যবসায়ী সাইফুল ও তরিকুলকে দর্শনা থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

ঝিনাইদহে করোনার প্রভাবে বিপাকে গো খামারীরা

ঝিনাইদহে করোনার প্রভাবে বিপাকে পড়েছেন গো খামারীরা। অন্যদিকে গো খাদ্যের দাম বাড়ায় ক্ষতির মুখে তারা। এই অবস্থা দীর্ঘমেয়াদী হলে পথে বসার আশঙ্কা তাদের।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধনঞ্জয়পুর গ্রামে ২০১৪ সালে ৪ একর জমির উপর এম আর এইচ এগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটি গো খামার তৈরী করেন রোকনুজ্জামান রিপন।

সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ৭টি গাভী নিয়ে কর্মকান্ড শুরু করেন তিনি। বর্তমানে ছোট বড় ৪২ টি গরু রয়েছে তার ফার্মে। এর মধ্যে ২২ টি গাভী আছে। যা থেকে প্রতিদিন দুধ হচ্ছে ১২০ লিটার।

ব্রাক ডেইরি ফার্ম ও হোটেলে দুধ বিক্রি করলেও এখন তা বন্ধ রয়েছে। এতে পানির দামে স্থানীয় ভাবে দুধ বিক্রি করতে হচ্ছে তাকে। রোকনুজ্জামান রিপনের মতো ঝিনাইদহের বিভিন্ন অঞ্চলের খামারীদের একই অবস্থা। কোম্পানির বাইরের অতিরিক্ত দুধ এতোদিন মিষ্টিসহ বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে দেয়া হতো। করোনার কারণে সেসব বন্ধ ও হাট-বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ায় ধস নেমেছে দুধের বাজারের।

শুধু তাই নয় যানবাহনের কারনে গোঁ খাদ্য আনা নেওয়ার সমস্যার পাশাপাশি বেড়েছে দাম। ফলে সঠিকভাবে খাদ্য দিতে না পারায় দুধের উৎপাদনও কমেছে। বর্তমানে ২২ টি গাভী থেকে ৬০ লিটার দুধ উৎপাদন হচ্ছে।

খামারী রিপন জানান, তার খামারে ৫/৬জন শ্রমিক কাজ করে। তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া এবং গো খাদ্যের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় প্রতিদিন ৫ হাজার টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে। ব্যাংক থেকে ১ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে সুদ দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তার। খামারী শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে সরকারি প্রণোদনাসহ ঋণের সুদ মওকুফের দাবি তার। এই খাতটি দেশের মানুষের পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। সরকার আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এমনটাই দাবি দুগ্ধ খামারীদের।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আনন্দ কুমার অধিকারি বলেন, করোনায় খামারীরা লোকসানের বিষয়টি সরকারকে অবহিত করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনাসহ খামারীরা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাবে বলে আশা করছি।
ঝিনাইদহ প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে জেলায় ছোট বড় প্রায় ৫০ হাজার দুগ্ধ খামার রয়েছে। প্রতিদিন দুধ উৎপাদন হয় ২৮৪ মেট্রিক টন।

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে এসে নৈশ প্রহরীর মৃত্যু

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এসে শুকুর আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে কালীগঞ্জ পৌরসভার কাশিপুর গ্রামের শ্বশুর বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। শুকুর আলী কালীগঞ্জের ঘোপপাড়া গ্রামের মৃত মসলেম উদ্দীনের ছেলে। তিনি ঢাকার যাত্রাবাড়ির একটি তেলের ফ্যাক্টরীর নৈশ প্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্ট ছিল। এছাড়া তিনি ডায়াবেটিস রোগেও ভুগছিলেন।

ঢাকা থেকে মৃত ব্যক্তির সাথে আসা তার ছোট ভাই খাইরুল ইসলাম জানান, তারা দুই ভাই একসাথে যাত্রাবাড়ি তীর সয়াবিন তেলের ফ্যাক্টরী তে কাজ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। হঠাৎ গত শুক্রবার তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। এরপর রোববার ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে বুধবার রাত ২টায় এ্যাম্বুলেন্সে কালীগঞ্জ নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার ভোর ৫ টার দিকে তিনি মারা যান।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামীমা শিরিন লুবনা জানান, মৃত্যু ব্যক্তির কিছু করোনা উপসর্গ ছিল। আমরা তার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছি। রেজাল্টেন জন্য অপেক্ষা করছি। দেখা যাক কি হয়। তিনি আরো জানান, আমাদের মেডিক্যাল টিম ও দাফন কমিটি সাথে আছেন। দাফন কমিটি কাজ করছেন। তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নামাজে জানাযা শেষে কবর দেয়া হবে।

করোনার উপসর্গ নিয়ে শুকুর আলী কাশিপুর গ্রামের যে বাড়িতে মারা গেছেন সেই বাড়িটি কি লোক ডাউন করা হয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “এখনো লডডাউন করা হয়নি, নমুনা রেজাল্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে”।

কালীগঞ্জর থানার অফিসার-ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া বলেন, করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ভোরে মারা গেছেন। তিনি বুধবার রাতে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে আসেন। তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা চলছে। এছাড়া মেডিক্যাল টিম তার নমুনা সংগ্রহ করেছে।

কোটচাঁদপুরে করোনাকে জয় করে ঘরে ফিরলেন যুবক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের পাঁচলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মেহেদী হাসান (২২) করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে ঘরে ফিরলেন। এদিকে উপজেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ্য হওয়ার খবরে এলাকার মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মেহেদী হাসানকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় জানানো হয়। এসময় ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জেলা সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ।

মেহেদী হাসান গত ২৫ এপ্রিল থেকে দীর্ঘ ১৭দিন করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে সুস্থ্য হয়ে উঠা মেহেদী হাসানকে বিদায় মূহুর্তে সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম বলেন, আপাতত বাড়িতে গিয়ে কারো সংস্পর্শে আসবে না। সেইসাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ বলেন, মেহেদী হাসান আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনের সময় নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হলে করোনা পরিক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। বর্তমানে সে করোনাকে জয় করে পুরাপুরি সুস্থ্য হয়েছেন। ছাড়পত্র দিয়ে

আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে।

এসময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে করোনা বিজয়ী মেহেদী হাসানকে বিভিন্ন প্রকার ফল সামগ্রী দেওয়া হয়। এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়। করোনা যুদ্ধে চিকিৎসক-নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান, ডা. আব্দুর রশিদ ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এসএম রায়হান উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দীন খান, হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ আরো অনেকে।

শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র দু-দল গ্রামবাসির সংঘর্ষ, নিহত ২

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই দল গ্রামবাসির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে দুই ব্যক্তি নিহত ও একজন আহত হয় বলে জানা যায়।

ঘটনাটি সোমবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার ৫নং কাচেরকোল ইউনিয়নরে ধুলিয়াপড়িা গ্রামে। সংঘর্ষে আহত ৩ ব্যক্তিকে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক ১টার দিকে লাল্টু মন্ডল (৩৮) এবং অভি উদ্দিন(২৬) কে মৃত বলে ঘোষনা করেন। নিহত লাল্টু ধুলিয়াপাড়া গ্রামের মনজের মন্ডল ও অভি লোকমান হোসেনের ছেলে।

এলাকাবাসি ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় দীর্ঘদিন যাবত উপজেলার ধুলিয়াপাড়া গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আব্দুল কুদ্দুস খাঁ ও মকবুল মৌরীর মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। রবিবার সকালে আব্দুল কুদ্দুস খাঁর সমর্থক আবেদ আলীকে হাতুড়ী পেটা করে গুরুতর জখম করে মকবুল সমর্থকরা। এ নিয়ে গ্রামটিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার দুপুরে উভয় গ্রুপের কর্মী সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালায়। এ হামলায় মকবুল

সমর্থক লাল্টু মন্ডল, অভি উদ্দিন ও লোকমান হোসেন গুরুতর আহত হলে তাদের শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেসকে নিয়ে আসে স্বজনরা। আহত তিনজনের মধ্যে লাল্টু মন্ডল ও অভি উদ্দিনকে মৃত বলে ঘোষনা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

গুরুতর আহত লোকমান হোসেনকে ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালে নেওয়া হয় বলে চিকিৎসক জানান। এরপর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। এছাড়া পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বলে জানা যায়।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বজলুর রহমান জানান ধুলিয়াপাড়া গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে প্রশাসনের ত্রাণ তহবিলে ‘আশা’র খাদ্য সহায়তা প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনের ত্রাণ তহবিলে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘আশা’ এনজিও’র পক্ষ থেকে দেশের করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন, দরিদ্র, অসহায় নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া, শ্রমজীবী মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আশা’র নিজস্ব অর্থায়নে রবিবার সকালে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানার সহকারি (সিএ) ইন্দ্রজিদ সাহার নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় চাল,ডাল, তৈল, লবন, আলু, হস্তান্তর করা হয়।

আশা’র এ্যাডিশনাল ডিভিশনাল ম্যানেজার (এ্যাড.ডিভি.এম) মো. ওমর ফারুক জানান, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘আশা’ এনজিও সব সময দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির সংক্রমণ রোধে সরকার সবাইকে ঘর থেকে বাহির না হওয়ার

নির্দেশ প্রদান করেছেন। ফলে কর্মহীন, দরিদ্র, অসহায় খেটে খাওয়া দিনমজুর ও শ্রমজীবীরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

সেই সব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা ভেবে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান আশা’র নিজ অর্থায়নে সারাদেশে ১২ কোটি টাকা খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৫’শ, কালিগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ২’শ ও কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ২’শ প্যাকেট খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ডিসট্রিক্ট ম্যানেজার (ডিএম) মো. রহমত উল্লাহ, কোটচাঁদপুর ব্রাঞ্চের রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) শাহাজান আলী, কালিগঞ্জ ব্রাঞ্চের রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) নাসির উদ্দীন, মহেশপুর ব্রাঞ্চের রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) শফিকুর রহমান, রিজিওনাল ম্যানেজার (আরএম) মো. আকরাম হোসেন, কোটচাঁদপুর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সেলিম রেজা প্রমুখ।

কোটচাঁদপুরে নারায়নগঞ্জ ফেরত ২ জন করোনা রোগী শনাক্ত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নতুন করে আরও ২ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আ শনিবার সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

তিনি জানান, উপজেলার জগদেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে থাকা সম্প্রতি নারায়নগঞ্জ থেকে আসা মোট ৭ জনের নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল।

এর মধ্যে আজ শনিবার সকালে উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের জগদেশপুর গ্রামের ৫০ ও ১৮ বছর বয়স্ক দুইজন পুরুষের শরীরে করোনা পজেটিভের রিপোর্ট পায়।

ডাঃ রশিদ জানান, বর্তমানে আক্রান্ত রোগীরা জগদেশপুর গ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন আছেন। সেই সাথে নেগেটিভ রিপোর্ট আসা ব্যক্তিদেরকে আক্রান্তদের থেকে সরিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হচ্ছে। এপর্যন্ত উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ২ জন চিকিৎসক ও ১ নার্স সহ ৮ জন করোনায় আক্রান্ত হলেন।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার ডিএসবি দিয়ে ত্রাণ বঞ্চিত মানুষদের খুজে ত্রাণ দিচ্ছেন

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান পিপিএম সোমবার সকালে ত্রাণ বঞ্চিত দুই শতাধিক প্রতিবন্ধী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, গৃহকর্মী, হতদরিদ্র, শ্রমিক ও নিম্নআয়ের মানুষদের খুঁজে বের করে তাদেরকে খাদ্য সহায়তা দিলেন আলহেরা ইসলামী ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার, সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান ও ট্রাফিক ইনেন্সপেক্টার সালাউদ্দীনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন স্থানে এখনো যে সমস্ত হতদরিদ্র, শ্রমিক, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, বিধবা, দিনমজুর, স্বামী পরিত্যক্তা, গৃহকর্মী ও নিম্নআয়ের মানুষ যারা ত্রাণসামগ্রী পাননি তাদেরকে গোয়েন্দা পুলিশের মাধ্যমে খোঁজ করে খাদ্যসামগ্রী দিচ্ছেন ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামান পিপিএম।

খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে আছে চাল, ডাল, আলু, তেল, লবন।

এছাড়া তার সকল পুলিশ বাহিনীর সুরক্ষার জন্য দিচ্ছেন মাস্ক, সাবান, হ্যান্ডসেনিটাইজার ।

পুলিশ সুপারের এই ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই ।